গাংনীর জগত আলী মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় হত্যা মামলা দায়ের

গাংনীর আমতৈল গ্রামের জনির উদ্দীন ওরফে জগত আলী হত্যাকান্ডের ঘটনায় তিন জনকে এজাহার নামীয় ও অজ্ঞাতনামা জনকে আসামি করে হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (১ নভেম্বর) দুপুরের দিকে নিহতের স্ত্রী হালিমা খাতুন বাদী হয়ে ৩০২/৩৪ ধারায় অভিযোগ এনে গাংনী থানায় এই মামলাটি দায়ের করেন। মামলা নং ২, তারিখ ০১/১১/২০২২ ইং।

মামলার আসামিরা হলেন, আমতৈল গ্রামের মৃতু আব্দুর রহমানের ছেলে আব্দুল গাফ্ফার (৪০), আব্দুল জব্বার (৩৫) ও হেমায়েতপুর রাজারপাড়া এলাকার আইনুদ্দীনের ছেলে ফেরেজুল ইসলাম (৪০)। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মামলার এজাহারে বলা হয়েছে জমি জমা নিয়ে আসামিদের সাথে আমার স্বামীর বিরোধ চলে আসছিল। কিছুদিন আগে তারা আমার স্বামীকে মারধর করে। এবং জমির উপর গেলে তাকে মেরে ফেলারও হুমকি দিয়ে আসছিল। সেই ধারাবাহিকতায় তারা আমার স্বামীকে বিরোধপূর্ণ ওই জমিতে হত্যা করে ফেলে রেখেছে। তাকে নিড়ানি ও হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে মৃত্যু নিশ্চিত করেছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

এদিকে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা গাংনী থানার সেকেন্ড অফিসার উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, আজ মঙ্গলবার (১ নভেম্বর) মামলাটি এফআইআর ভূক্ত হওয়ার পর মুল রহস্য উদঘাটনে সরেজমিনে তদন্ত শুরু করেছি। ঘটনাস্থলে এসে এলাকার মানুষ জনের সাথে কথা বলার পাশাপাশি স্বাক্ষীদের সাথেও কথা বলেছি। আসামিদের বাড়িতে অভিযান চালানো হয়েছে। আসামিরা পলাতক থাকায় আটক করা সম্ভব হয়নি। তবে নিহতের ময়নাতদন্ত রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

উল্লেখ্য, গত ৩০ অক্টোবর সকাল ১০ টার দিকে গাংনী উপজেলার হেমায়েতপুর মাঠের মধ্যে থেকে আমতৈল গ্রামের জনির উদ্দীন ওরফে জগত আলী (৫৫) এর মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এটিকে হত্যাকান্ড দাবী করে তার স্ত্রী হালিমা খাতুন ভাসুরের দুই ছেলে আব্দুল গাফ্ফার,

আব্দুল জব্বার ও ফেরেজুল ইসলামের নামে মামলা দায়ের করেন।

মিথ্যা মামলায় প্রাক্তন স্ত্রী খালাস, মাদক মামলায় প্রতারক স্বামী জেল হাজতে

মাদকদ্রব্য আইনসহ বিভিন্ন অভিযোগে ১৭ টি মামলার আসামি গাংনী উপজেলার বাহাগুন্দা গ্রামের মীর কাউছার আলী। নিজেকে সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে থাকেন মাঝে মধ্যে। তার বিরুদ্ধে রয়েছে বহু বিবাহের অভিযোগ। নিজেকে সরকারি চাকুরীজীবি বা সাংবাদিকের মিথ্যা পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন এলাকায় বহু বিবাহ করেছে এই মীর কাউছার আলী। একজন মাদক সেবী ও মাদক ব্যবসায়ী হিসেবে এলাকার মানুষ তাকে চিনে।

ঘরে স্ত্রী ও ছেলে মেয়ে থাকার পরেও মীর কাউছার আলী একই উপজেলার ধানখোলা গ্রামের জমির উদ্দিন এর মেয়ে শ্যামলী খাতুনকে মিথ্যা প্ররোচনা দিয়ে বিয়ে করে। শ্যামলী খাতুন কাউছারের বাড়িতে গিয়ে তার স্ত্রী ও সন্তান দেখে ওই দিনই বাবার বাড়ি ফিরে এসে তালাক দেন তাকে।

এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে শ্যামলী ও তার পরিবারের উপর একের পর এক মিথ্যা মামলা দিতে থাকে প্রতারক কাউছার। তার দায়ের সবগুলো মামলায় খালাস পান তিনি।

সবশেষে ২০২০ সালে তার বিরুদ্ধে টাকা ও গহনা চুরির একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করেন প্রতারক। যার মামলা নং-৩১৬/২০।

গাংনী থানার এস আই নুরুল ইসলাম মামলাটি তদন্ত শেষে শ্যামলীর বিরুদ্ধে চার্জশীট প্রদান করেন। মালায় ৩ জন সাক্ষী প্রদান করেন। এতে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় আজ সোমবার বেলা আড়াইটার দিকে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক বর্ণালী তাকে বেকসুর খালাস দেন।

কাউছারের দায়ের করা মিথ্যা মামলায় শ্যামলী খাতুন আদালত থেকে

বেখুসুর খালাস পাওয়ার দিন গাংনী থানা পুলিশ প্রতারক মীর কাউসাকে একটি মাদক মামলায় গ্রেপ্তার করে জেল হাজতে প্রেরণ করেন।

সোমবার দুপুরে শ্যামলীকে বেখসুর খালাস হয়ে আদালত থেকে বের হওয়ার সময় আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয় মীর কাউছারকে। মীর কাওছার একই উপজেলার বাহাগুন্দা গ্রামের মৃতু মীর ওমর ফারুকের ছেলে।

গাংনী থানা সূত্রে জানা গেছে, মাদক ব্যবসায়ী মীর কাউসার মাদক সেবনের পাশাপাশি দীর্ঘদিন যাবৎ মাদকের ব্যবসা করে আসছে। মীর কাওছারের বিরুদ্ধে গাংনী, মেহেরপুর সদর থানায় মাদকের অভিযোগে ১৭ টি মামলা চলমান রয়েছে।
কয়েকটি মামলায় তার তাকে সাজা দিয়েছে আদালত।

কুষ্টিয়ায় কৃষক হত্যায় ৫ ভাইয়ের যাবজ্জীবন

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে জমাজমি সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের জের ধরে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের দায়ে আপন পাঁচ ভাইকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছেন আদালত। একই সাথে অর্থদণ্ডেরও আদেশ দেন আদালত।

সোমবার দুপুরে কুষ্টিয়া জেলা ও দায়রা জজ অতিরিক্ত আদালত-১এর বিচারক তাজুল ইসলাম জনাকীর্ণ আদালতে সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের দুজনের উপস্থিতিতে এই রায় দেন। রায়ে প্রত্যেককে পৃথকভাবে ২৫হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও এক বছর সাজার আদেশ দিয়েছেন আদালত।

সাজাপ্রাপ্তরা হলেন, কুমারখালী উপজেলার মাঝগ্রামের বাসিন্দা মৃত রহমত সেখের ছেলে উজ্জল হোসেন(৪৭), জালাল উদ্দিন (৫৬), সেজ্জাত ওরফে সুজাত(৪৩), আব্দুল গফুর (৬৭) এবং সুজন হোসেন (৩৮)।

আদালতের মামলা সূত্রে জানা যায়, ২০০৭ সালের ১১জুন রাত সাড়ে ১০টায় কুমারখালী উপজেলার খোদ্দবন গ্রামের আলিমদ্দিন সেখের ছেলে জামাল উদ্দিন সেখ নিজ ধানক্ষেতে সেচ দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে আসামিরা

পূর্ব শত্রুতার জেরে সংঘবদ্ধ হয়ে দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। তারা জামাল উদ্দিন সেখকে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর রক্তাক্ত জখম করে। এতে জামাল উদ্দিন ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন। এ ঘটনায় নিহতের বড় ভাই আফিল উদ্দিন সেখ বাদী হয়ে আটজনের নামোল্লেখসহ অজ্ঞাত আরও ৫/৬ জনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করেন কুমারখালী থানায়।

মামলাটি তদন্ত শেষে ২০০৮ সালের ০৭ জানুয়ারি ১২জনের বিরুদ্ধে কৃষক জামাল উদ্দিন হত্যায় জড়িত অভিযোগ এনে আদালতের চার্জশীট দাখিল করেন কুমারখালী থানার উপ পুলিশ পরিদর্শক সামছুল আলম সিদ্দিকী।

কুষ্টিয়া জেলা ও দায়রা জজ আদালতের পিপি এ্যাড. অনুপ কুমার নন্দী জানান, কুমারখালী থানার জমি সংক্রান্ত দ্বন্দের জেরে প্রতিপক্ষের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে জামাল উদ্দিন নামের কৃষককে হত্যার দায়ে আপন পাঁচ সহোদরের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীত প্রমাণিত হওয়ায় আদালত তাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডসহ ২৫হাজার টাকা অর্থদণ্ডাদেশ দিয়েছেন। জরিমানার টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হলে আরও এক বছর সাজা খাটতে হবে তাদের। সেইসঙ্গে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় এ মামলায় মজনু, বিল্লাল, মো. হেলাল, জলিম উদ্দিন, সাকাই, দুলাল এবং আব্দুর রহিমকে বেকসুর খালাস দিয়েছেন আদালত।

প্রবাসীর স্ত্রী নিয়ে উধাও তিন সন্তানের জনক

তিন পরিবারকে পথে বসিয়ে প্রবাসীর স্ত্রীকে শিশু বাচ্ছাসহ ভাগিয়ে নিয়ে গেছে তিন সন্তানের জনক কালু হোসেন। ভ’ক্তভোগী ওই তিনটি পরিবার এখন অভিযুক্ত কালু হোসেনের বিচার দাবীতে আইনের আশ্রয় নিয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে গাংনী উপজেলার কল্যাণপুর গ্রামে।

জানা গেছে, করমদী গ্রামের নজিমুদ্দীনের ছেলে কালু হোসেনে প্রায় ২৫ বছর আগে পার্শ্ববর্তি কল্যাণপুর গ্রামের দক্ষিণপাড়া এলাকার লাইলী খাতুনের সাথে বিয়ে করে। বিয়ের পর শশুরের দেওয়া জমিতেই ঘর বানিয়ে থেকে যান কালু হোসেন। তার ২ মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছে। বড়

মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলেও এখনো ছোট মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছে তার। তিন সন্তানের জনক কালু হোসেন একই গ্রামের কাতার প্রবাসী রহিদুল ইসলামের স্ত্রী এক সন্তানের জননী শুকিলা খাতুন (২৮) এর সাথে পরোকীয়া প্রেমে জড়িয়ে পড়েন। চলতি মাসের ১২ তারিখে তারা অজানার উদ্যেশ্যে পাড়ি জমিয়েছেন।

শুকিলা খাতুনের ভাসুর নাজিমুদ্দীন বলেন, আমার ভাই রহিদুল কাতারে রয়েছেন। সেখান থেকে পাঠানো প্রায় সাড়ে ৫ লাখ টাকা, ৫ ভরি স্বর্ণালংকার নিয়ে গেছে। তিনি বলেন, টাকা ও স্বর্ণালংকার আমাদের কাছে বিষয় নয়, ৪ বছর ২ মাস বয়সী ভাইস্তি মুস্তাকিমকে তারা হত্যা করতে পারে।

আমার প্রবাসী ভাইয়ের স্ত্রীকে নিয়ে যাওয়ার অপরাধে তাদের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা করেছি। মামলার পরে সে মোবাইল ফোনে আমাকে নানাভাবে হুমকী দিচ্ছেন। মামলা তুলে না নিলে তাদের কাছে থাকা ভাইস্তি মুস্তাকিমকে হত্যা করবে বলেও হুমকী দিচ্ছে।

এদিকে কালু হোসেনের স্ত্রী লাইলী খাতুনও তার স্বামী ও পরোকীয়া শুকিলা খাতুনের নামে থানায় অভিযোগ দিয়েছেন। লাইলী খাতুন বলেন, আমার স্বামী প্রায় ২ বছরে ধরে প্রবাসীর স্ত্রী শুকিলা খাতুনের সাথে পরোকীয়া করে আসছে। এই দুই বছরে সে আমাকে শারীরিক ও মানুষিক নির্যাতন করে আসছে। আমার মায়ের নামে সে ২ লাখ টাকা এনজিও’র কাছ থেকে তুলে নিয়ে আমাকেও বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। এখন আমি আমার ভাইয়ের বোঝা হয়ে আছি। এনজিওর লোকজন আমার বাড়িতে আসছে টাকা নিতে।

তিনি বলেন, শুধু বাবার এই অপকর্মের কারণে, এখন জামায় আমার মেয়েকে বাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছে। ছোট একটা ছেলে আর মেয়েকে নিয়ে খেয়ে না খেয়ে দিনাতিপাত করছি। তিনি বলেন আমার স্বামী কালু হোসেন ও তার পরোকীয়ার বিরুদ্ধে মামলা করেছি। আমি তার দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির দাবী করছি।

এদিকে শুকিলা খাতুনের দিন মজুর পিতা গোলাম হোসেন বলেন, আমি অনেক কষ্ট করে মেয়েটাকে ভাল ছেলে দেখে বিয়ে দিয়েছিলাম। তার স্বামী এখন বিদেশ আছে। তার কোনো কিছুর অভাব নেই। আমার কাছ থেকে সমিতি থেকে প্রায় ১ লাখ টাকা তুলে নিয়ে গেছে সে। আমি অভিযুক্ত কালু হোসেনের নামে থানায় মামলা করেছি। আমার মেয়ের সংসার ভাঙার জন্য কালু হোসেনের উপযুক্ত বিচার দাবী করছি।

স্থানীয় ইউপি সদস্য কাওছার আলী বলেন, বিষয়টি অত্যন্ত মানবিক। ছোট শিশুটি তাদের কাছে রয়েছে। কালু হোসেনেরও তিনটি সন্তান রয়েছে। আমরা স্থানীয়ভাবে তাদের খোঁজার চেষ্টা চালাচ্ছি। তাদের পেলে বিষয়টি নিয়ে বসে একটা সমাধানে আসা হবে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, একটা অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি নিয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে।

মেহেরপুরে গাঁজা ও হেরোইনসহ দুই মাদক কারবারী গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশ পৃথক দুটি অভিযান চালিয়ে এক গ্রাম হেরোইন ও ১০০ গ্রাম গাঁজাসহ ২ মাদক ব্যবসায়ী আটক করেছে।

আটকরা হলেন, মেহেরপুর শহরের বোশপাড়া এলাকার সামসুল আলমের ছেলে সোলাইমান হোসেন (২৬) ও গাংনী উপজেলার চেংগাড়া গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে আলমগীর হোসেন (৩২)।

রবিবার দিবাগত রাত আনুমানিক ১২ টার দিকে সদর থানা পুলিশের একটি টিম মেহেরপুর শহরের বোশপাড়া এলাকায় সোলাইমান হোসেনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ১ গ্রাম হেরোইনসহ গ্রেফতার করে থানায় নেন। অপরদিকে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম চেংগাড়া গ্রামের নজরুল ইসলামের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তার ছেলে আলমগীর হোসেনকে আটক করে। আলমগীর হোসেন পেশায় একজন রং মিস্ত্রি বলে জানান পুলিশ।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

হেরোইন ও গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় সদর ও গাংনী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে পৃথক দুটি মামলা দিয়ে আসামিদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ১২ মামলার আসামি ভারতে অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে গ্রেফতার

অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে লালন হোসেন (৩৩) নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে ৬ বিজিবি বাজিতপুর ক্যাম্প। লালন হোসেন মেহেরপুর সদর উপজেলার নতুনপাড়া গ্রামের আবুল কাশেমের ছেলে।

রবিবার (৩০ অক্টোবর) দিবাগত রাত ৭ টার দিকে সদর উপজেলার বাজিতপুর সীমান্তের আন্তর্জাতিক ১১৯/১০আরএস পিলারের এর নিকট থেকে তাকে গ্রেফতার করে বিজিবি।

৬ বিজিবির বাজিতপুর বিওপি কমান্ডার এসিও মোকলেছুর রহমানের নেতৃত্বে বিজিবির একটি টহল দল তাকে গ্রেফতার করেন।

অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে বিজিবির পক্ষ থেকে মেহেরপুর সদর থানায় ১৯৭৩ সালের পাসপোটৃ আইনের ৩ ধারায় একটি মামলা দেওয়া হয়েছে। যার মামলা নং ৩৩।

বাজিতপুর বিওপি কমান্ডার এসিও মোকলেছুর রহমান বলেন, সীমান্তের ১১৯/১০ আর এস পিলারের নিকট দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশের সময় বাংলাদেশের অভ্যন্তর থেকে লালনকে গ্রেফতার করে মেহেরপুর সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

এদিকে সদর থানার মামলার বাদী সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, গ্রেফতারকৃত লালন হোসেনের নামে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, পাসপোর্ট ও বিশেষ ক্ষমতা আইনে তার বিরুদ্ধে ১২ টি মামলা রয়েছে।

আজ সোমবার (৩১ অক্টোবর) দুপুরের দিকে লালন হোসেনকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় ৩শ ৯২ পিস এ্যাম্পুল বুপেনরফাইন ইনজেকশনসহ আটক-২

আলমডাঙ্গায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর অভিযান চালিয়ে ৩শত ৯২ পিস এ্যাম্পুল বুপেনরফাইন ইনজেকশনসহ ২ জনকে আটক করেছে। রবিবার (৩০ অক্টোবর) দিবাগত রাতে তাদের নিজ বাড়িতে অভিযান চালিয়ে এ মাদকদ্রব্য গুলো উদ্ধার করা হয়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর জানান, আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার গোবিন্দপুর মন্ডলপাড়ার মৃত আক্কাস আলীর ছেলে মুরাদ আলী (৩৬), সাহাবুল হকের ছেলে জিবন (২০)।

তারা পৌর এলাকার গোবিন্দপুর মন্ডলপাড়ার বাসিন্দা। দীর্ঘদিন গোপনে মাদকদ্রব্য এ্যাম্পুল বুপেনরফাইন ইনজেকশন বিক্রি করে আসছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় মুরাদ আলীর বাড়ি থেকে ৩ শত ৯২ পিস এ্যাম্পুল বুপেনরফাইন ইনজেকশন উদ্ধার করে। মাদক বিক্রির সহযোগিতায় সহযোগী জিবনকে আটক করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর। এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

কোটচাঁদপুর দেড়শ গ্রাম হিরোইন সহ স্বামী – স্ত্রী

আটক

দেড়শ গ্রাম হিরোইন সহ স্বামী – স্ত্রীকে আটক করেছেন কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ। শনিবার ভোর রাতে তাদেরকে উপজেলার ফুলবাড়ি গ্রাম থেকে আটক করেন।

সংশ্লিষ্ট সুত্র জানা যায়,কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ গোপন সংবাদে জানতে পারেন উপজেলার ফুলবাড়ি গ্রামের শফিকুর রহমানের বাড়িতে হিরোইন বিক্রি হচ্ছে।

এ সংবাদের ভিত্তিতে কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি তদন্ত) জগন্নাথ চন্দ্র, ও উপপরিদর্শক জাহিদ হোসেন,নাজিবুল হক ও সঙ্গীয় পুলিশ সদস্যসহ অভিযান চালান।

এ সময় আটক করেন বাড়ি মালিকের স্ত্রী সালেহা বেগম(৪৫)কে। উদ্ধার করেন দেড়শ গ্রাম হিরোইন। যার আনুমানিক মূল্য ১০ লাখ টাকা।

এরপর তাঁর স্বীকারোক্তি অনুযায়ী কোটচাঁদপুরের গাবতলা থেকে আটক করা হয় স্বামী শফিকুর রহমান লাবলু(৫৫)কে। লাবলু ফুলবাড়ি গ্রামের মৃত সিদ্দিকুর রহমানের ছেলে।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার ডিউটিরত উপপরিদর্শক (এসআই) নাজিবুল হক বলেন, হিরোইনসহ দুই জনকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। তাদের কাছ থেকে দেড়শ গ্রাম হিরোইন পাওয়া গেছে। যার মূল্য ১০ লাখ টাকা। থানায় এ সংক্রান্ত মামলা হয়েছে। যার নাম্বার ১০,তারিখ -২৯-১০-২২।

মেহেরপুরে ৬ মাসের সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী পুলিশ ক্যাম্প অভিযান চালিয়ে ৬ মাসের সাজাপ্রাপ্ত আসামি হারুন মন্ডলকে গ্রেফতার করেছে। হারুন মন্ডল মেহেরপুর সদর উপজেলার মোমিনপুর গ্রামের রাফাতুল্লাহর ছেলে।

বারাদী পুলিশ ক্যাম্পের টুআইসি এএসআই সিদ্দিকুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে হারুন মন্ডলকে গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃত হারুন মন্ডলের বিরুদ্ধে ২৩/১৭ নং মামলায় আদালত ৬ মাসের সাজা দিয়েছেন। রায় হওয়ার পর তিনি পলাতক ছিলেন।

গ্রেফতারকৃত হারুন মন্ডলকে আজ রবিবার দুপুরের দিকে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে বলে জানান ওসি রফিকুল ইসলাম।

মেহেরপুর সীমান্তে ২ টি ভারতীয় মহিষসহ একজন আটক

২ টি ভারতীয় মহিষ ও একটি আলগামনসহ আনোয়ার হোসেন (৩০) নামের এক চোরাচালানীকে আটক করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।

আটক আনোয়ার হোসেন মেহেরপুর সদর থানার সীমান্তবর্তি দক্ষিণ শালিকা গ্রামের আবুল কাশেমের ছেলে।

শনিবার বিকালে সীমান্তবর্তি বারাকপুর গ্রামের জনৈক জসিমের বাড়ির সামনের পাকা রাস্তার উপর থেকে তাকে মহিষসহ আটক করা হয়।

মেহেরপুর সদর থানার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) শাকিল খানের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে এ অভিযান চালান।

এঘটনায় সদর থানা পুলিশের পক্ষ থেকে চোরাচালানী আনোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫(বি) এর ১(বি)/২৫ (ডি) ধারায় একটি মামলা হয়েছে। মামলা নং ৩১, তারিখ ২৯/১০/২০২২ ইং।

আজ রবিবার (৩০ অক্টোবর) বেলা ১২ টার সময় মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, আটক আনোয়ার হোসেনকে আজ রবিবার (৩০ অক্টোবর)

দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।